দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ 29 JAN 2009
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৩

ইবির ভিসি না থাকায় সকল কার্যক্রম স্থবির

অনিশ্চয়তার মুখে মাদ্রাসা শিক্ষা

ইবি থেকে আলতাফ হোসেন ঃ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে চলছে অচলাবস্থা। ভিসি নেই, প্রক্টর নেই, নিরাপত্তাহীন ক্যাম্পাস। স্থবির হয়ে পড়েছে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম। এছাড়া অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ১৪টি ফাজিল (ডিগ্রি) ও কামিল (মাস্টার্স) মাদ্রাসা। জানা যায়, ২৯ ডিসেম্বর জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বেই চারদলীয় জোট সরকার কর্তৃক নিয়োগ দেয়া সদ্য পদত্যাগকৃত ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক ক্যাম্পাস ছেড়ে ঢাকায় চলে যান। ঢাকা থেকে ক্যাম্পাসে না ফিরে প্রথম পর্যায়ে ৩০ জানুয়ারী পর্যন্ত ভিসি ছুটিতে যাবেন এবং ছুটিকালীন অবস্থায় ট্রেজারার প্রফেসর ড. ই এস এম আনোয়ারুল করীম অতিরিক্ত হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন- এ মর্মে একটি ফ্যাক্স পাঠিয়ে ক্যাম্পাসে পাঠিয়ে দেন। এর পর সপ্তাহ খানেক কথা চলছিল ভিসি আর ক্যাম্পাসে ফিরছেন না। তার পদত্যাগ নিয়ে চলছিল লুকোচুরি। ট্রেজারার, রেজিস্ট্রার কাউকে না জানিয়ে ভিসি প্রফেসর ফয়েজ মোহাম্মদ সিরাজুল হক গত ১৫ জানুয়ারী শিক্ষা সচিবের নিকট পদত্যাগপত্র জমা দেন। আর ৩০ জানুয়ারী পদত্যাগ করেন প্রক্টর প্রফেসর ড. এ কে এম মতিয়ুর রহমান। ভিসি-প্রক্টরবিহীন ক্যাম্পাসে সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে বহিরাগতদের আনাগোনা বেড়ে যায় ক্যাম্পাসে। নিরাপত্তাহীন হয়ে পড়ে ক্যাম্পাস। শিক্ষক-ছাত্রছাত্রীদের মাঝে আতংক বিরাজ করছে। অন্যদিকে ৩ ডিসেম্বর থেকে কর্মকর্তারা ৫ দফার দাবীতে সাময়িক কর্মবিরতি শুরু করেন এবং ১০ জানুয়ারী থেকে লাগাতার কর্মবিরতি পালন করছেন। এতে করে বিশ্ববিদ্যালয় একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রমে নেমে আসে চরম স্থবিরতা। গতকাল সরেজমিন প্রশাসন ভবনে গিয়ে দেখা যায়, ভিসির অনুপস্থিতিতে ভিসি অফিসসহ বিভিন্ন অফিসে শত শত ফাইলের স্তূপ জমা হয়ে আছে। গত সেপ্টেম্বর মাসে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। দীর্ঘ ৫ মাস একাডেমিক কাউন্সিলের কোন বৈঠক হয়নি। মূলত ভিসি না থাকায় একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক হচ্ছে না। একাডেমিক কাউন্সিলে পাস হয় বিভিন্ন বিভাগের সিলেবাস, পরীক্ষা কমিটি, একাডেমিক প্যানেল, এফিলিএটেড ডিগ্রি, অর্ডিন্যান্স তৈরীসহ ফ্যাকাল্টির সব ধরনের সুপারিশ। অন্যদিকে বিভিন্ন বিভাগে নিয়মিত ক্লাস পরীক্ষা হচ্ছে না। এ স্থবির হয়ে একদিকে যেমন ক্ষতি হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যক্রম আর তার চেয়ে বেশি দুর্ভোগের মুখে পড়েছে এ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দেশের ১৪টি ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা। এক নাগাড়ে দীর্ঘ ৫ মাস ধরে মাদ্রাসা একাডেমিক কাউন্সিলের কোন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়নি। সর্বশেষ গত সেপ্টেম্বর মাসে এ সংক্রান্ত একাডেমিক কাউন্সিলের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এ কাউন্সিলে নির্ধারণ করে মাদ্রাসাগুলোর পরীক্ষা কমিটি, একাডেমিক প্যানেল, এবং মাদ্রাসা সংক্রান্ত সব সুপারিশ, যা ভিসি না থাকার কারণে হচ্ছে না। এছাড়া ভিসির অনুপস্থিতিতে কামিল পরীক্ষার কেন্দ্র নির্ধারণ হচ্ছে না। গত বছর ৩ জুলাই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে প্রথম ফাজিল অনুষ্ঠিত ও ফল প্রকাশিত হলেও এখন পর্যন্ত মার্কশিট ও সার্টিফিকেট হাতে পায়নি শিক্ষার্থীরা এবং এ পরীক্ষার খাতা যেসব শিক্ষক দেখেছিলেন তাদের এখন পর্যন্ত খাতা দেখা বাবদ নির্ধারিত পারিশ্রমিক বুঝে পাননি। তারপরও পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মোহাম্মদ আলীর সাথে কথা বললে তিনি জানান, সার্টিফিকেট, মার্কশিট ও শিক্ষকদের পারিশ্রমিকের ক্ষেত্রে ভিসির অনুমোদন ছাড়া সম্ভব নয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিস সূত্রে জানা যায়, কামিল পরীক্ষার খাতা এবং পরীক্ষা সংক্রান্ত কাগজগুলো কর্ণফুলী পেপার মিল থেকে নেয়া হয়। ইতোমধ্যে কর্ণফুলী পেপার মিল কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়কে আগামী ৯ ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত কোন ধরনের কাগজ সরবরাহ করা সম্ভব হবে না বলে এক চিঠিতে জানিয়ে দিয়েছে। ফলে অনিশ্চয়তার মুখে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আগামীর কামিল (মার্কাস) পরীক্ষা। অন্যদিকে মাদ্রাসাগুলোর একাডেমিক কমিটি সহায়ক ও মঞ্জুরি হচ্ছে না। সহায়ক ও মঞ্জুরি না হওয়ার কারণে ইতোমধ্যে কিছু কিছু মাদ্রাসার বেতন বন্ধ হতে চলেছে এবং মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা কর্মকাণ্ড ঠিক করতে পারছেন না। প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মাদ্রাসার প্রিন্সিপালরা আসছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের মাদ্রাসা দপ্তরে। অচল অবস্থা দেখে ফিরে যাচ্ছেন সবাই। মাদ্রাসা দপ্তরে আসা নাওগাঁ জেলার হুরখাইদা এবিএস সিনিয়র ফাজিল মাদ্রাসার প্রিন্সিপাল মাওলানা আব্দুল মতিনের সাথে কথা হলে তিনি জানান, ইতোমধ্যে তার মাদ্রাসার সহায়ক ও মঞ্জুরির মেয়াদ শেষ হয়েছে। বেতন বন্ধ হয় কিনা এই ভয়ে তার প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরা দিন কাটাচ্ছেন। মূলত ভিসি না থাকার কারণেই সহায়ক ও মঞ্জুরির সব ফাইল পড়ে আছে। এছাড়া মাদ্রাসাগুলোর সেশনজট বিরাজ করছে। ফাজিল '০৬-০৭ শিক্ষাবর্ষের প্রথমবর্ষ পরীক্ষা হলেও '০৭-০৮ ও '০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের দুটি ব্যাচ রয়েছে, যাদের প্রথমবর্ষ পরীক্ষা হয়নি। কামিলে '০৭-০৮ এবং '০৮-০৯ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষে দুটি ব্যাচ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক, একাডেমিক ও মাদ্রাসা দপ্তরের এ সমস্যা নিরসনের জন্য অতি দ্রুত ভিসি নিয়োগ হওয়া দরকার বলে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও কর্মকর্তারা মনে করেন। এ বিষয়ে মাদ্রাসা শিক্ষকদের সংগঠন জমিয়তুল মোদাররেসীনের মহাসচিব আলহাজ মাওলানা গাজীর আহমেদ মোমতাজী বলেন, মাদ্রাসা বলেন একজন সৎ ও যোগ্য ব্যক্তিকে ভিসি নিয়োগ দিয়ে মাদ্রাসা সংক্রান্ত সমস্যাগুলোর সমাধানে সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।